কারও চাই অ্যাটাচড বাথরুম, কারও ছেলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা!

শৌচালয়ের ১২ হাজার টাকা পেতে ২১ লক্ষ আবেদন, বাতিল ১৮ লক্ষ

সৌম্যজিৎ সাহা • দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ঘটনা ১: ছেলে বড় হয়েছে। পৃথক শৌচালয়ের প্রয়োজন। উপায় কী? সরকারি পোর্টালে আবেদন করে দিলেন সুন্দরবনের এক ব্যক্তি। সেইমতো সরকারি আধিকারিকরা যাচাই করতে এসে হতবাক! কারণ, আবেদনকারীর পাকা বাড়ি রয়েছে। একটি বাথরুমও আছে। তারপরও এমন আবেদন দেখে তা বাতিল করে দেওয়া হয়।

ঘটনা ২: ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের একটি সাইবার ক্যাফে থেকে প্রচার করা হয়েছিল, সরকার শৌচালয়ের জন্য ১২ হাজার টাকা করে দিচ্ছে। তাতেই আবেদনের হিড়িক পড়ে যায়। সেই সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে ২০০ টাকা খরচ করে আবেদন করেন অনেকে। দেখা যায়, পোর্টালে ২০ হাজার মানুষ আবেদন করেছেন। কিন্তু ব্লক থেকে যখন পরিদর্শন হয়, তাতে দেখা যায় প্রত্যেকের বাড়িতে শৌচালয়ে রয়েছে। এক ধাক্কায় সব আবেদন বাতিল করে দিতে হয়।

এখানেই শেষ নয়! অনেকে আবার নিজের বাড়িতে অ্যাটাচড বাথরুম প্রয়োজন বলে সরকারি পোর্টালে আবেদন করেছেন। পরিদর্শনের সময় তাও বাতিল করা হয়। এভাবে গোটা রাজ্যে প্রায় ২১ লক্ষ মানুষ শৌচালয়ের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে বাদ গিয়েছে অন্তত ১৮ লক্ষ আবেদন। আধিকারিকদের বক্তব্য, যেহেতু এবার টাকা দেওয়ার নিয়মের পরিবর্তন করা হয়েছেস তাই অনেকে তা পাওয়ার জন্যই যে যার মতো আবেদন করেছেন।

টাকা দেওয়ার নিয়মে কী পরিবর্তন হয়েছে এখন? কারও যদি শৌচালয়ের প্রয়োজন হয়, তাহলে তাঁকে সরকারি পোর্টালে আবেদন করতে হবে। সেই মতো ব্লক আধিকারিকরা আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ে সেই বাড়িতে যাবেন। সব ঠিক থাকলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে একটি অ্যাপ্রুভাল লেটার দেওয়া হবে। সেটি নিয়ে তিনি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাঁকে তখন শৌচালয় তৈরির অনুমতি দেওয়া হবে। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরও এক দফা পরিদর্শন করবেন আধিকারিকরা। সব ঠিকঠাক থাকলে সরকার থেকে ১২ হাজার টাকা সেই উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আগে অবশ্য এই নিয়ম ছিল না। তখন কোনও যোগ্য উপভোক্তার শৌচালয় প্রয়োজন হলে তা সরেজমিনে যাচাইয়ের পর নির্দিষ্ট এজেন্সিকে ওই টাকা দেওয়া হতো। তারাই ওই বাথরুম তৈরি করে দিত।

এই সূত্রে অনেকের ধারণা হয়েছিল, শৌচালয় তৈরির আবেদন করলেই ১২ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। এই ভ্রান্ত ধারণা থেকেই লক্ষ লক্ষ মানুষ শৌচালয়ের জন্য আবেদন করেছিলেন পোর্টালে। বীরভূম জেলায় (৪ লক্ষ ৬৫ হাজার) সর্বাধিক আবেদন বাতিল হয়েছে। মুর্শিদাবাদে সেই সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং উত্তর ২৪ পরগনায় বাতিল হয়েছে যতাক্রমে ২ লক্ষ ৪ হাজার এবং ১ লক্ষ ৬৪ বাজার আবেদন। যোগ্য মাত্র তিন লক্ষ মতো উপভোক্তাকে শৌচালয় তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়েছে।